بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ১১ই জুলাই, ২০২৫ যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর মক্কা বিজয়কালীন বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনা করেন এবং পরিশেষে বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানান।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, গত খুতবায় যেমনটি বর্ণিত হয়েছিল, মহানবী (সা.) কাবাঘর থেকে বের হওয়ার পর হযরত উসমান বিন তালহা (রা.)-কে চাবি ফেরত দেন এবং বলেন, **হে উসমান! তোমরা এ চাবি চিরস্থায়ীভাবে সংরক্ষণ করো; তোমাদের কাছ থেকে কেবল যালেমই তা ছিনিয়ে নিবে।** হিজরতের পূর্বে মহানবী (সা.) একবার উসমান বিন তালহার কাছে (তখন সে মুশরিক ছিল) কাবাঘরের চাবি চেয়েছিলেন, কিন্তু উসমান চাবি না দিয়ে তাঁকে অকথ্য ভাষায় গালমন্দ করেছিল। তখন তিনি (সা.) অনেক কষ্ট পেয়েও ধৈর্য ধারণ করেন এবং নম্রস্বরে বলেন, **স্মরণ রেখো! একদিন আমার হাতে এই চাবি আসবে আর আমি তখন যাকে চাইব তা প্রদান করব।** অজ্ঞতার যুগের এসব বাড়াবাড়ি নিশ্চয়ই তাঁর স্মরণে ছিল আর হয়ত তালহারও নিজের দুর্ব্যবহারের কথা মনে পড়ছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) তাদের প্রতি দয়া ও কৃপার আচরণ করেন। হযরত আলী (রা.) এ সৌভাগ্য পেতে চাইলেও তিনি (সা.) তাদের হাতেই কাবাঘরের চাবি সংরক্ষণের এ গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন এবং আজ পর্যন্ত তাঁর বংশধররাই এ দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

মক্কা বিজয়ের দ্বিতীয় দিন **বনু খুযাআ গোত্র বনু বুদায়েলের এক মুশরিককে হত্যা করেছিল**। মহানবী (সা.) বাদ যোহর খুতবা প্রদান করেন। তিনি আল্লাহ্ তা'লার মহিমা ও গুণকীর্তন করেন এবং বলেন, **হে লোকসকল! আল্লাহ্ তা'লা আজ মক্কাকে সম্মানিত করেছেন। একে লোকেরা সম্মানিত করেনি, বরং আল্লাহ্ তা'লা কিয়ামত পর্যন্ত একে সম্মানিত করেছেন। অতএব, যে আল্লাহ্ ও পরকালে ঈমান রাখে তার জন্য এতে রক্তপাত করা এবং এর বৃক্ষনিধন বৈধ নয়। আমার পূর্বেও কারও জন্য এটি বৈধ ছিল না আর আমার পরেও কারও জন্য এটি বৈধ হবে না; আমার বেলায় কেবল কিছু সময়ের জন্য এটি বৈধ করা হয়েছে।** এরপর তিনি বনু খুযাআ কর্তৃক হত্যাকাণ্ডের রক্তপণ আদায় করেন।

এ সময় **ফুযালা বিন উমায়ের** মহানবী (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করেছিল। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন, মহানবী (সা.) যখন কাবাঘর প্রদক্ষিণ করছিলেন তখন আমি চুপিসারে লোকদের সাথে যোগ দেই যাতে সুযোগ বুঝে খঞ্জর দিয়ে তাঁকে (সা.) হত্যা করতে পারি। সে সময় মহানবী (সা.) আমাকে দেখেই বলেন, তুমি কী ফুযালা? আমি বলি, হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তুমি কী করছ? আমি বলি, আমি আল্লাহ্‌র যিক্‌র করছি। তখন তিনি (সা.) মুচকি হেসে বলেন, এস্তেগফার পড়ো -তুমি এ কাজ করছ না। এরপর তিনি আমার বক্ষে হাত বোলান। এর ফলে তাৎক্ষণিকভাবে আমার এমন অবস্থা হয়ে যায় যেন তিনি (সা.) সমগ্র পৃথিবীর মাঝে আমার সবচেয়ে বেশি ভালোবাসার পাত্রে পরিণত হয়ে যান। আরেকটি ঘটনা হলো, **হযরত আবু বকর (রা.)-এর বৃদ্ধ পিতা** মক্কাবিজয়ের পূর্বে ইসলাম গ্রহণ করেন নি। হযরত আবু বকর (রা.) তাকে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিয়ে আসলে তিনি (সা.) বলেন, **হে আবু বকর! তুমি আমার কাছে এ বৃদ্ধকে কেন নিয়ে এসেছ? আমি নিজেই তার কাছে যেতাম!** হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, আপনি তার কাছে যাওয়ার চেয়ে তার আপনার কাছে উপস্থিত হওয়া অধিক শ্রেয়।

হযরত উম্মে হানীর গৃহে মহানবী (সা.)-এর আহার করার বিষয়ে বর্ণিত হয়েছে, তিনি (সা.) উম্মে হানী (রা.)-কে গিয়ে জিজ্ঞেস করেন, তোমার কাছে খাবারের কিছু আছে কী? তিনি বলেন, আমার কাছে শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরো ছাড়া আর কিছুই নেই। তিনি (সা.) তা-ই পানিতে ভিজিয়ে নরম করে নেন। এরপর তিনি জিজ্ঞেস করেন, কোনো তরকারীর ঝোল আছে কী? উম্মে হানীর কাছে তেমন কিছু না থাকায় তিনি সিরকা নিয়ে আসেন। মহানবী (সা.) তা দিয়ে রুটি ভিজিয়ে খেয়েই আল্লাহ্ তা'লার প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন এবং উম্মে হানীকে বলেন, **সিরকা কতই না উত্তম খাবার আর যার ঘরে সিরকা থাকে সে দরিদ্র হতে পারে না।** হুযূর (আই.) বলেন, এটি ছিল তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশের পরম মার্গ! মক্কাবিজয়ের পর তিনি (সা.) যা চাইতেন তাই পেতে পারতেন, কিন্তু শুধুমাত্র সিরকা দিয়ে শুকনো রুটি খেয়েই তিনি সন্তুষ্ট থাকেন এবং উম্মে হানীরও মনস্তুষ্টি করেন।

মহানবী (সা.)-এর কাবাগৃহের প্রতি গভীর ভালোবাসা এবং স্বজাতির সাথে আনন্দ উদ্‌যাপনের দৃশ্য দেখে আনসার সাহাবীরা ভাবতে থাকেন, তিনি (সা.) হয়ত মক্কায় থেকে যাবেন। এ নিয়ে তারা পরস্পর কানাঘুষা করতে আরম্ভ করেন। কথিত আছে, প্রেমিক সর্বদা তার প্রেমাস্পদের ব্যাপারে চিন্তিত থাকে এবং আশঙ্কাজনক মন্দ ধারণা করতে থাকে। তাই এরূপ চিন্তাই আনসারের হৃদয়ে ঘুরপাক খাচ্ছিল। ঠিক সে সময় আল্লাহ্ তা'লা মহানবী (সা.)-কে ওহী মারফত বিষয়টি অবগত করেন। অতঃপর তিনি (সা.) আনসারকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কী এ চিন্তা করছ যে, আমার হৃদয়ে স্বদেশপ্রেম প্রাধান্য লাভ করেছে তাই আমি আর মদীনায় ফেরত যাব না? তারা হ্যাঁ সূচক উত্তর দিলে তিনি (সা.) বলেন, **আমার নাম মুহাম্মদ, যে আল্লাহ্‌র বান্দা ও রসূল। আমি আল্লাহ্‌র জন্য তোমাদের কাছে হিজরত করেছি। এখন আমার জীবন-মরণ সব তোমাদের সাথেই হবে।** তখন আনসাররা তাঁর কাছে ছুটে আসেন এবং বলেন, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের প্রতি পরম ভালোবাসা এবং তাঁর বিচ্ছেদের আশঙ্কায় আমরা এমনটি বলেছি। মহানবী (সা.) বলেন, **নিশ্চয় আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল তোমাদের এ কথার সত্যায়ন করছেন এবং তোমাদের বিষয়টি অনুধাবন করেছেন।**

এদিন মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ অনুসারে হযরত বেলাল (রা.) কাবাগৃহের ছাদ থেকে যোহরের আযান দিয়েছিলেন। এছাড়া তিনি (সা.) সেদিন একবারের ওযূতেই সব বেলার নামায আদায় করেছিলেন। সাধারণত তিনি (সা.) প্রত্যেক নামাযের পূর্বে ওযূ করতেন, কিন্তু সেদিন পরিস্থিতি অনুযায়ী তিনি এমনটি করেছিলেন। সাহাবীরা এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি (সা.) বলেন, আমি জেনে বুঝেই এমনটি করেছি। মূলত তিনি (সা.) উম্মতের লোকেরা যেন জরুরী অবস্থায় এমনটি করতে পারে সে কথা মাথায় রেখেই উক্ত দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন।

সেদিন মহানবী (সা.) লোকদের বয়আত নিয়েছিলেন। ছোটো বড়ো সবাই তাঁর হাতে এ শর্তে বয়আত গ্রহণ করছিলেন যে, **আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনবে এবং এ সাক্ষ্য দিবে যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোনো উপাস্য নাই এবং মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল।** পুরুষরা বয়আত গ্রহণের পর নারীরাও বয়আত গ্রহণ করেন। তাদের মাঝে **আবু সুফিয়ানের স্ত্রী হিন্দও** ছিল, যে মহানবী (সা.)-এর চাচা হামযার লাশবিকৃত করেছিল এবং তাঁর কলিজা চিবিয়ে খেয়েছিল। আবু সুফিয়ান যখন তার স্ত্রীর ইসলামগ্রহণের কথা জানতে পারে তখন জিজ্ঞেস করে, তোমার মাঝে হঠাৎ করে এত বড়ো পরিবর্তন কীভাবে এলো? সে প্রত্যুত্তরে বলে, **আল্লাহ্‌র কসম! আমি মক্কাবিজয়ের দিন মুসলমানদেরকে মুহাম্মদ (সা.)-এর সাথে ইবাদত করতে দেখেছি আর মুহাম্মদ (সা.)-কে কাবাঘরে সারারাত এমনভাবে ইবাদত করতে দেখেছি যা আমি আজ পর্যন্ত কখনো দেখিনি।**

মক্কা বিজয়ের দিন বিভিন্ন জীবনীকারদের মতে ৪জন থেকে ১৪জন জঘন্য অপরাধীর বিষয়ে মহানবী (সা.) হত্যার ঘোষণা দিয়ে বলেছিলেন, তাদেরকে যেখানেই পাবে হত্যা করবে। এ বিষয়ে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস প্রচলিত আছে এবং এর মূল কারণ বর্ণনা না করে অনেকে এটি প্রমাণের চেষ্টা করে যে, রসূল অবমাননার কারণে তিনি (সা.) তাদেরকে বাধ্যতামূলকভাবে হত্যার নির্দেশ দিয়েছিলেন। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) এ সম্পর্কে বলেন, **১১জন পুরুষ এবং ৪জন নারী এমন ছিল যাদের বিরুদ্ধে নির্মম হত্যাকাণ্ড এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির অপরাধ প্রমাণিত ছিল। এছাড়া তারা যুদ্ধাপরাধী ছিল; শুধুমাত্র কাফির বা অস্বীকারকারী হওয়ার কারণে তাদেরকে হত্যার ঘোষণা দেয়া হয়নি। অধিকন্তু তাদের মাঝে অধিকাংশকে মুসলমানদের সুপারিশ এবং ক্ষমা প্রার্থনার ফলে মহানবী (সা.) ক্ষমাও করে দিয়েছিলেন।** হুযূর (আই.) বলেন, মোটকথা মক্কাবিজয়ের সময় মহানবী (সা.) শুধুমাত্র কয়েকজন ব্যক্তির হত্যার সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন আর তারা ছিল ঐসব ব্যক্তি, যাদের ব্যাপারে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, কেবলমাত্র তাদেরকেই শাস্তি প্রদান করা হয়েছিল যাদের শাস্তি প্রদানের বিষয়ে মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছিল আর এ সংখ্যা তিন বা চারজনের মতো হবে। ঐসব চরম অভিশপ্তরা ব্যতিরেকে মহানবী (সা.) অন্য সকল শত্রুর পাপ ক্ষমা করে দিয়েছিলেন। তাই একথা বলা যে, মহানবীর সম্মানহানীর কারণে বা রসূল অবমাননার কারণে এত লোককে হত্যা করা হয়েছে, এসব কথা ভিত্তিহীন।

এরপর হুযূর (আই.) অবশিষ্ট ঘটনাবলী আগামীতে বর্ণনা করা হবে বলে পৃথিবীর বর্তমান পরিস্থিতির জন্য দোয়ার আহ্বান জানিয়ে বলেন, **বিশ্বের বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনারা অবগত আছেন; এ জন্য দোয়া করতে থাকুন। এ বিষয়ে আমি বারংবার বলে আসছি। এছাড়া উদ্ভূত পরিস্থিতির জন্য যেমনটি আমি বলেছি, তিন মাসের রেশন (খাদ্যদ্রব্য) মজুদ রাখা উচিত। এখন অনেক রাষ্ট্রও তাদের জনগণকে তিন মাসের রেশন মজুদ রাখতে বলছে। আল্লাহ্ তা'লা সমগ্র পৃথিবীর প্রতি দয়া করুন এবং যুদ্ধের ভয়ানক পরিস্থিতি থেকে সবাইকে রক্ষা করুন।**

পরিশেষে হুযূর (আই.) দু'জন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন। তারা হলেন যথাক্রমে রাজা আব্দুল মালেক সাহেবের স্ত্রী **আমাতুন্ নাসীম নিগহাত সাহেবা** যিনি গত কয়েক দিন পূর্বে সত্তর বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। তিনি কর্ণেল মির্যা দাউদ আহমদ সাহেবের কন্যা ছিলেন। আর দ্বিতীয় জানাযা হচ্ছে, ঘানার নিষ্ঠাবান আহমদী এবং জামাতের একজন নিরল সেবক মুকাররম **আলহাজ্জ ইয়াকূব আহমদ বিন আবু বকর সাহেব,** যিনি সম্প্রতি তেষট্টি বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন, **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।** হুযূর (আই.) তাদের সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন, তাদের বিদেহী আত্মার মাগফিরাত ও শান্তির জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নাই, সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে আমরা খুতবার সারাংশ উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)